খসড়া

বাংলাদেশ পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৯

বিল নং ....., ২০১৯

নভেম্বর, ২০১৯

বাংলাদেশ পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৯

বিল নং ....., ২০১৯

পানি সম্পদের সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৬ নং আইন) রহিতক্রমে উহার অধীন গঠিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে সরকারের পানি সম্পদ অধিদপ্তরে রূপান্তর ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে

আনীত

বিল

যেহেতু পানি সম্পদের সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৬ নং আইন) রহিতক্রমে উহার অধীন গঠিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে সরকারের পানি সম্পদ অধিদপ্তরে রূপান্তর ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই আইন বাংলাদেশ পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "মহাপরিচালক" বলিতে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বুঝাইবে;

(খ) "অতিরিক্ত মহাপরিচালক" বলিতে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক বুঝাইবে;

(গ) "অধিদপ্তর" বলিতে এই আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পানি সম্পদ অধিদপ্তর বুঝাইবে;

(ঘ) "এফএমডি প্রকল্প" বলিতে বন্যা ব্যবস্থাপনা ও পানি নিষ্কাশন প্রকল্প বুঝাইবে;

(ঙ) "এফএমডিআই প্রকল্প" বলিতে বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প বুঝাইবে;

(চ) "কর্মচারী" বলিতে এই আইন এবং তদাধীন প্রণীত বিধিমালায় বর্ণিত অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বুঝাইবে;

(ছ) "নির্ধারিত" বলিতে বিধি কিংবা ক্ষেত্রমত, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে;

(জ) "প্রবিধান" বলিতে এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান বুঝাইবে;

(ঝ) "বিধি" বলিতে এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি বুঝাইবে;

(ঞ) “বিলুপ্ত বোর্ড” বলিতে এই আইন কার্যকরের সাথে সাথে বিলুপ্তকৃত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বুঝাইবে;

(ট) “স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান” বলিতে আপাততঃ বলবৎ কোনো আইনের অধীন গঠিত সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ অথবা ইউনিয়ন পরিষদ বুঝাইবে;

(ঠ) “সরকার” বলিতে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বুঝাইবে;

(ড) “খাল” বলিতে পানির আন্তঃপ্রবাহ বা বহিঃপ্রবাহের কোন পথ বুঝাইবে;

(ঢ) “জলাধার ও জলাভূমি” বলিতে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বা কৃত্রিমভাবে খননকৃত কোন নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, বাওড়, দীঘি, পুকুর, হ্রদ, ঝর্ণা বা অনুরূপ কোন ধারক বুঝাইবে;

(ণ) “জাতীয় পানি নীতি” বলিতে সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রণীত জাতীয় পানি নীতি বুঝাইবে;

(ত) “জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা” বলিতে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৫ এর অধীন অনুমোদিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা বুঝাইবে;

(থ) “পানি সম্পদ” বলিতে ভূপরিস্থ পানি, ভূগর্ভস্থ পানি ও বৃষ্টির পানি তথা বায়ুমন্ডলের পানি এবং মোহনা, পানিধারক স্তর, প্লাবন ভূমি, জলাভূমি, জলাধার, ফোরশার, উপকূল ও অনুরূপ কোন আধার বা স্থানের পানি বুঝাইবে;

(দ) “বাঁধ” বলিতে মাটি বা অনুরূপ উপাদান দ্বারা নির্মিত কোন ড্যাম, ওয়াল, ডাইক, বেড়িবাঁধ বা অনুরূপ কোন বাঁধ বুঝাইবে;

(ধ) “বিল” বলিতে প্রাকৃতিক নিচু জায়গা বা বৃত্তাকার এলাকা যাহা বৃষ্টির পানি বা নদীর পানি দ্বারা প্লাবিত হয় এবং যাহা সমগ্র বৎসর পানিতে নিমজ্জিত থাকে বা বৎসরের আংশিক সময় আংশিক বা পূর্ণ শুষ্ক থাকে বুঝাইবে;

(ন) “ভূগর্ভস্থ পানি” বলিতে ভূপৃষ্ঠের নিচের কোন পানি বুঝাইবে;

(প) “ভূপরিস্থ পানি” বলিতে ভূমির উপরিভাগের জলাধার ও জলাভূমির কোন পানি বুঝাইবে;

(ফ) “মোহনা” বলিতে ভূমি হইতে প্রবাহিত নদী বা জলস্রোত যেখানে সমুদ্রে মিলিত হয়, যাহার বিস্তৃতি পরিমাপযোগ্য এবং যেখানে নিয়মিত জোয়ার-ভাটা হয় তাহা বুঝাইবে;

(ব) “সংরক্ষণ” বলিতে পানি সম্পদের উপযোগিতা বৃদ্ধি, অপচয় ও ক্ষয় হ্রাসকরণ, পরিরক্ষণ ও সুরক্ষা বুঝাইবে; এবং

(ভ) “হাওর” বলিতে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট কড়াই আকৃতির বৃহদাকার কোন নিম্নভূমি বুঝাইবে।

৩। **পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা**।-

(১) সরকার পানি সম্পদের সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবে এবং তদ্দলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে ।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপ-ধারা (১) এ সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্বের সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) অধিদপ্তরের কৌশলগত দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা এবং উহা বাস্তবায়নের পদ্ধতি অনুমোদন;

(খ) অধিদপ্তরের জন্য দীর্ঘ, মধ্যম ও স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং উহা অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন, যথা:-

(অ) প্রাতিষ্ঠানিক নীতি, যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কার্যনির্বাহ পদ্ধতি, কর্মচারীদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

(আ) মানব সম্পদ উন্নয়ন নীতি, যাহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কর্মী উন্নয়ন, কর্ম-জীবন পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে; এবং

(ই) কর্মচারী ব্যবস্থাপনা নীতি, যাহা কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রেরণা লাভের সহায়ক পরিবেশের সৃষ্টি করিবে।

(গ) অধিদপ্তরের সম্পত্তি অবসায়ন, ইজারা প্রদান, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন;

(ঘ) মহাপরিচালক কর্তৃক পেশকৃত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং অসন্তোষজনক কর্মসম্পাদনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) অধিদপ্তর কর্তৃক পেশকৃত ক্রয় ও সংগ্রহ প্রস্তাব অনুমোদন;

(চ) বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সার্ভিস চার্জ ধার্যকরণ;

(ছ) অধিদপ্তরের বাজেট ও সম্পূরক বাজেট অনুমোদন;

(জ) অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন; এবং

(ঝ) মহাপরিচালককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

৪। **অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা**।- এই আইন বলবৎ হইবার সংগে সংগে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে “বাংলাদেশ পানি সম্পদ অধিদপ্তর”নামে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহার প্রধান হইবেন একজন মহাপরিচালক।

৫। **অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়**।- অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং উহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে সরকার বাংলাদেশের যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে স্থাপিত কোন শাখা কার্যালয় স্থানান্তর করিতে পারিবে।

৬। **অধিদপ্তরের ক্ষমতা ও দায়িত্ব**।-

(১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, পানি সম্পদের সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং ধারা ৭ এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে অধিদপ্তর সমগ্র বাংলাদেশ অথবা উহার যে কোন অংশে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতা ও দায়িত্বের সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথা:-

(ক) কোন ব্যক্তির আইনসংগত অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়া, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, সকল নদ-নদী, জলাধার ও জলাভূমি এবং ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবস্থাপনা;

(খ) ধারা ৬ এর বিধানাবলী অনুসারে নির্মিত সকল পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ মান ও নির্দেশিকা প্রণয়ন ও প্রয়োগ;

(গ) অধিদপ্তরের কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্তে, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, প্রয়োজনীয় কলকারখানা, মেশিন, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর;

(ঘ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প দলিলের ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা লাভের জন্য কোন স্থানীয় সরকারি সংস্থা, বা আন্তর্জাতিক পরামর্শক বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সহিত সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন;

(ঙ) বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বনায়ন সংক্রান্ত কাজে স্থানীয় উপকারভোগী সংগঠনের সহিত চুক্তি সম্পাদন;

(চ) সেচ প্রকল্পসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান এবং সেচ ও ফসলের তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; এবং

(ছ) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক প্রণীত জাতীয় নীতিমালার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৭। **অধিদপ্তরের কার্যাবলী**।- (১) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৪নং আইন) এর অধীন প্রণীত জাতীয় পানি নীতি ও জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার আলোকে এবং এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন এবং তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) কাঠামোগত কার্যাবলী:

(অ) নদী ও নদী অববাহিকা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ;

(আ) সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহণ, বন্য ও জলজ প্রাণী সংরক্ষণ এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন ও পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খাল-বিল ইত্যাদি পুনঃখনন;

(ই) বনায়ন ও সকল ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পদ্ধতির প্রয়োগ;

(ঈ) ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য দেশের জলাধার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং ভূগর্ভস্থ পানি পূনর্ভরণ নিশ্চিতের জন্য খাল-বিল-জলাধার খনন;

(উ) ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি এবং নদীর মোহনা ব্যবস্থাপনা;

(ঊ) নদীর তীর সংরক্ষণ এবং নদী ভাঙ্গন হইতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, হাট বাজার, জনপথ, জনবসতি এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ রক্ষা করা;

(ঋ) উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবক্ষেণ;

(এ) লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ ও মরুকরণ প্রশমন;

(ঐ) সেচ, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।

(ও) অগভীর সমুদ্র এলাকায় জরিপ, অনুসন্ধান ও ভূমি পুনরুদ্ধারে সমীক্ষা সম্পাদন, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঔ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব/অভিঘাত বিবেচনায় পানি সম্পদ সম্পর্কিত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

(খ) অ-কাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলী:

(অ) বন্যা ও খরা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ;

(আ) পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদসম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;

(ই) পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং বাঁধের ওপর রাস্তা নির্মাণ;

(ঈ) অধিদপ্তরের কার্যাবলীর ওপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;

(উ) অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে স্থানীয় জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের সংগঠিতকরণ এবং সম্পৃক্তকরণ, প্রকল্পে তাহাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা |

(২) অধিদপ্তর, নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) প্রকল্প গ্রহণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্দেশিত মানদন্ড অনুসরণপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাবনা পেশকরণ;

(খ) কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে নতুন উপাত্ত সংগ্রহ কিংবা ভৌত ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষার প্রয়োজন থাকিলে উহা সম্পাদন;

(গ) প্রকল্পের পূর্ণ সফলতার জন্য যে সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার অংশগ্রহণ প্রয়োজন, প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের শুরু হইতেই উহাদের সম্পৃক্ততার এবং প্রকল্পে উহাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম সন্নিবেশকরণ;

(ঘ) প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রকল্প এলাকার জনগণের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রকল্প দলিলে উহার প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস লিপিবদ্ধকরণ;

(ঙ) ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব পেশকরণ; এবং

(চ) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষিকাজ, পরিবেশ, নৌপরিবহণ, পানি প্রবাহ, মৎস্য সম্পদ, জনজীবন ও পারিপার্শ্বিক এলাকায় উহার প্রভাব ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া, যদি থাকে, নিরসনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য উপায় উদ্ভাবন এবং তদ্সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৮। **মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক**।-

(১) অধিদপ্তরের একজন মহাপরিচালক ও অনধিক ছয়জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক থাকিবে।

(২) মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং চাকরির শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) মহাপরিচালক অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং অধিদপ্তরের কার্য পরিচালনার জন্য সরকারের নিকট দায়ী থাকিবেন।

৯। **মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব**।- এই আইনের বিধান সাপেক্ষে মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আর্থিক ও পরিচালনা লক্ষ্যসহ সকল নীতি ও কর্মপন্থা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ করা;

(খ) জাতীয় পানি নীতি ও জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা এবং অন্যান্য দিকনির্দেশক সরকারি দলিলাদির সহিত সংগতি রাখিয়া অধিদপ্তরের জন্য স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং উহা সরকারের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করা;

(গ) অধিদপ্তরের যাবতীয় কার্যক্রম ও বিষয়াদি, আর্থিক ও প্রশাসনিক, যথাযথ পদ্ধতিতে এবং প্রচলিত আইন, বিধি ও নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালনা করা;

(ঘ) প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে, উক্ত বৎসরে অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কার্য ও অন্যান্য বিষয়াদি পরিচালনা সম্পর্কিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করিয়া উহা সরকারের নিকট পেশ করা;

(ঙ) অধিদপ্তরের বার্ষিক বাজেট এবং প্রয়োজনবোধে সম্পূরক বাজেট তৈরি করিয়া উহা সরকারের নিকট পেশ করা;

(চ) সরকারের কোন দপ্তর, অফিস বা এজেন্সি অথবা অন্য কোন দেশী বা বিদেশী ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা এজেন্সির সহিত দেনাপাওনার বিষয়ে অধিদপ্তরের প্রতিনিধিত্ব করা;

(ছ) নিয়োগ বিধি অনুযায়ী অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ প্রদান এবং তাহাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(জ) অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ এবং উহা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনুকূলে প্রাপ্যতা অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান করা;

(ঝ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত স্তর অনুসারে অধিদপ্তরের অভ্যন্তরে কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদায়ন ও বদলি করা;

(ঞ) অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কিত কিংবা প্রাসংগিক অন্য কোনো বিষয়ে সরকারের পক্ষে মামলা রুজু করা কিংবা উহার পক্ষ সমর্থন করা বা প্রয়োজনবোধে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে উহা প্রত্যাহার করা বা আপোষ করা বা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা;

(ট) অধিদপ্তরের দৈনন্দিন বিষয়াদি পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক নীতি, মানব সম্পদ উন্নয়ন নীতি, কর্মচারী ব্যবস্থাপনা নীতি ও অভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে উহা বাস্তবায়ন করা;

(ঠ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক বিধি অনুসারে সমস্ত সেবা, নির্মাণ, ক্রয় ও সংগ্রহ প্রস্তাব অনুমোদন এবং এতদসংক্রান্ত সকল চুক্তি স্বাক্ষর করা;

(ড) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক সীমার মধ্যে অধিদপ্তরের সকল অতিরিক্ত কাজের দাবি বিবেচনা ও অনুমোদন করা;

(ঢ) সরকারের অনুমোদনের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তনের প্রস্তাব পেশকরণ;

(ণ) অধিদপ্তরের সম্পত্তি বা প্রকল্পের সম্পত্তি সরকারের পক্ষে বিক্রয় বা হস্তান্তর, অবসায়ন, ইজারা প্রদান, ব্যবস্থাপনা চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি বিষয়সমূহ সরকারের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন ও ক্ষেত্রমত অনুমোদন গ্রহণ;

(ত) পানি সম্পদের সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল গড়িয়া তোলা এবং তদ্লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

(থ) এই আইনের অধীন তাহার যে কোন ক্ষমতা ও দায়িত্ব তৎ কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে, উহা অতিরিক্ত মহাপরিচালক অথবা অধিদপ্তরের অন্য যে কোন কর্মকর্তার অনুকূলে অর্পণ করা;

(দ) ধারা ৩ এর অধীন সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশ মোতাবেক ধার্যকৃত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় করা; এবং

(ধ) সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করা।

১০। **সার্ভিস গঠন** ।-

(১) পানি সম্পদের সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে "বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পানি সম্পদ)" নামে একটি ক্যাডার থাকিবে।

(২) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) এর জন্য প্রযোজ্য সকল আইন ও বিধিবিধান উপধারা (১) এ উল্লিখিত সার্ভিস ও উহার সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১১। **অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী**।—

(১) অধিদপ্তরের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরির শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট দায়ী থাকিবেন এবং অধিদপ্তরের মহাপরিচালক তাঁহার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সরকারের নিকট দায়ী হইবেন।

১২। **ভবিষ্যৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা**।—

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৪নং আইন) এর অধীন প্রণীত জাতীয় পানি নীতি ও জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর আলোকে এবং উপ-আঞ্চলিক ও স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে ভবিষ্যৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা নির্ধারিত হইবে।

১৩। **বিদ্যমান প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর**।-

(১) অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কিংবা বাস্তবায়নাধীন অনূর্ধ্ব ১০০০ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট এফএমডি ও এফএমডিআই প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পর্যায়ক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং যে সমস্ত প্রকল্প উহাদের সুবিধাভোগীদের স্বার্থে গঠিত সংগঠনসমূহের দ্বারা ইতোমধ্যে সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে সেইগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হস্তান্তর করিতে হইবে।

(২) অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কোন প্রকল্প বা উহার অংশবিশেষ অন্য কোন উন্নয়নমূলক কাজ কিংবা উহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে অন্য কোন সংস্থা বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করার প্রয়োজন হইলে, মহাপরিচালক, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাধীনে, উহা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(৩) অধিদপ্তর, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ১০০০ হেক্টরের অধিক কিন্তু ৫০০০ হেক্টরের অনধিক আয়তন বিশিষ্ট প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পর্যায়ক্রমে উক্ত প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের স্বার্থে গঠিত সংগঠনের নিকট অর্পণ করিবে এবং ৫০০০ হেক্টরের অধিক আয়তন বিশিষ্ট প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারিকৃত নির্দেশিকা অনুসরণে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের স্বার্থে গঠিত সংগঠন, অধিদপ্তর ও পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির ওপর ন্যস্ত থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার প্রয়োজন মনে করিলে, উক্ত প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প এলাকায় কর্মরত কোন বেসরকারি সংস্থার নিকট বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ইজারা প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) উপ ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারায় উল্লিখিত যে কোন শ্রেণীর প্রকল্পের আয়তন সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

১৪। **অধিদপ্তরের জন্য ভূমি হুকুম দখল, অধিগ্রহণ ইত্যাদি**।-

(১) অধিদপ্তরের কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে কোন ভূমির প্রয়োজন হইলে উহা জনস্বার্থে প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে বিদ্যমান আইনের বিধান মোতাবেক হুকুম দখল বা অধিগ্রহণ করা যাইবে।

(২) ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উদ্ভুত ক্ষয়ক্ষতি তাৎক্ষণিকভাবে বা জরুরি ভিত্তিতে নিরসনের প্রয়োজনে অধিদপ্তর উপ-ধারা (১) এর অধীন হুকুম দখল বা অধিগ্রহণ ব্যতীত, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরাসরি ক্রয় কিংবা ইজারার মাধ্যম কোন ভূমির স্বত্ব অর্জন করিতে পারিবে এবং একইভাবে বিক্রয় কিংবা ইজারা বাতিলের মাধ্যমে উহার স্বত্ব ত্যাগ করিতে পারিবে।

(৩) কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সাময়িক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হইলে তজ্জন্য অধিদপ্তর কোন জমি ও আস্থাবর সম্পত্তি ভাড়ায় বা স্বল্প মেয়াদী ইজারায় গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) অধিদপ্তর উহার প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত জমি, সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী, স্বল্প মেয়াদে ইজারা প্রদান করিতে পারিবে।

১৫। **অপ্রয়োজনীয় কিংবা পরিত্যাজ্য স্থাপনা ইত্যাদি বিক্রয়**।- অধিদপ্তরের মালিকানাধীন কোন প্রকল্প, স্থাপনা, দপ্তর কিংবা প্রতিষ্ঠান সংকোচন, অবসায়ন, স্থানান্তর কিংবা অন্য কোন কারণে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয় কিংবা পরিত্যাজ্য হইলে, মহাপরিচালক, প্রচলিত আইনি পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে, উক্ত প্রকল্প, স্থাপনা, দপ্তর, দালান-কোঠা ও অন্যান্য অবকাঠামো যে কোন সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান কিংবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট অথবা কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট নগদ মূল্যে বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তি উপরে বর্ণিত ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার থাকিবে।

১৬। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।-

(১) মহাপরিচালক প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৩০ শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত অর্থ বৎসর সংক্রান্ত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে যাহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে গৃহীত উন্নয়ন কৌশল, পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত কর্মসূচী, প্রাক্কলিত ও প্রকৃত আয় ও ব্যয়, সাফল্য নিরূপনের জন্য নির্ধারিত প্রধান নির্ণায়কসমূহের আলোকে অর্জন এবং সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের হালনাগাদ অবস্থা এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পরিচালনা ব্যবস্থার উপর বিশ্লেষণ থাকিবে।

(২) সরকার, মহাপরিচালকের নিকট হইতে যে কোন সময় অধিদপ্তরের যে কোন বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং মহাপরিচালক উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিবেন।

১৭। **বাজেট**।- মহাপরিচালক, প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, অধিদপ্তরের পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট এবং রাজস্ব বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে অধিদপ্তরের কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হইবে উহারও উল্লেখ থাকিবে।

১৮। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ** ।- এই আইন বা বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, মহাপরিচালক, অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১৯। **অস্পষ্টতা দূরীকরণে সরকারের ক্ষমতা** ।- এই আইনের কোন বিধানে অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হইলে উহা দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার, এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলীর সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবে।

২০। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ**।- এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সহায়তা প্রদান করিবে।

২১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।- মহাপরিচালক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন এবং ইহার অধীন প্রণীত বিধির সহিত অসামঞ্জস্য না হওয়া সাপেক্ষে, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। **আইনের ইংরেজি পাঠ প্রকাশ**।- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের একটি নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে এই আইন এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে এই আইনের বাংলায় বর্ণিত বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

২৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।-

(১) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্ত আইন রহিত হইবার সংগে সংগে-

(ক) উহার অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, অতঃপর বিলুপ্ত বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইয়া উহা ধারা ৪ এ উল্লিখিত বাংলাদেশ পানি সম্পদ অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হইবে;

(খ) উহার অধীন গঠিত পরিষদ ও কমিটি বিলুপ্ত হইবে;

(গ) বিলুপ্ত বোর্ড এর-

(অ) প্রধান কার্যালয় ও শাখা কার্যালয়সমূহ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও শাখা কার্যালয় হইবে;

(আ) তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং সিকিউরিটিসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং ঐ সকল সম্পত্তিতে বিলুপ্ত বোর্ড এর যাবতীয় অধিকার ও স্বার্থ সরকারের নিকট ন্যস্ত হইবে;

(ই) ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি যথাক্রমে সরকারের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং সরকারের দ্বারা, পক্ষে বা সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঈ) সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল যথাক্রমে অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল হইবে;

(উ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরি তাৎক্ষণিকভাবে সরকারের নিকট ন্যস্ত হইবে এবং তাহারা সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারী গণ্য হইবেন এবং এই আইন

প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তাধীনে চাকরিতে ছিলেন ও চাকুরিরতকালীন ও চাকুরিত্তোরকালীন সুবিধাদি প্রাপ্য হইতেন, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে উহা সরকার কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে সরকারের অধীন চাকরিরত থাকিবেন ও চাকুরিরতকালীন ও চাকুরিত্তোরকালীন সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন;

(ঊ) কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী উক্ত বিলুপ্ত বোর্ডে যে যেই পদে কর্মরত ছিলেন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সেই পদে তাহাকে সরকার কর্তৃক বদলি ও পদায়ন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবেন;

(ঋ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা হইবে এবং যাহারা উক্ত আবাসন সুবিধা-প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারা এই আইনের অধীন মহাপরিচালকের বরাদ্দের ভিত্তিতে উক্ত সুবিধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন; মহাপরিচালক কর্তৃক ভিন্নরূপ আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত উক্ত সুবিধাপ্রাপ্তি অব্যাহত রাখিতে পারিবেন;

(এ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে ছুটি ও পেনশনসহ সরকারের নিকট হইতে যাবতীয় সুযোগসুবিধা প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন, যেন বিলুপ্ত বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাহাদের চাকুরিতে নিয়োগ ও যোগদানকালে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন;

(ঐ) যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী, বিলুপ্ত বোর্ডের চাকুরি হইতে অবসরে গমন করিয়া যেইরূপ অবসরোত্তর সুবিধাদি গ্রহণ করিতেছেন, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে উহা সরকার কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, তাহারা সরকারের অধীনে সেইরূপ অবসরোত্তর সুবিধাদি গ্রহণ করিতে থাকিবেন, যেন তাহারা সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে তাহাদের নিজ নিজ চাকুরি হইতে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

(ঘ) (অ) দফা (গ) এর উপ-দফা (ঊ) তে উল্লিখিত সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে যাহারা বিলুপ্ত বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে সহকারী প্রকৌশলী পদে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং উক্তরূপ নিয়োগ প্রাপ্তিতে যাহাদের ন্যূনতম যোগ্যতা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ প্রাপ্তির ন্যূনতম যোগ্যতার অনুরূপ ছিল, তাহাদের সমন্বয়ে ধারা ১০ এ উল্লিখিত "বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পানি সম্পদ)" নামে সার্ভিস ক্যাডার গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহারা উক্ত ক্যাডারের সদস্য হইবেন এবং তাহারা উক্ত ক্যাডারের আওতায় এনক্যাডারমেন্ট (Encadrement) হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(আ) দফা (গ) এর উপ-দফা (ঊ) তে উল্লিখিত সরকারি কর্মকর্তার পদগুলির মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর ফিডার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে সহকারী প্রকৌশলী পদে এবং উক্তরূপ পদোন্নতির ধারাবাহিকতায় তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য সংরক্ষিত পদগুলি ব্যতীত প্রথম শ্রেণীর পদগুলি "বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পানি সম্পদ)" সার্ভিস ক্যাডারের পদ হইবে;

(ঙ) দফা (ঘ) এ উল্লিখিত সার্ভিস ক্যাডার সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন সৃজিত ও পুনর্গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(চ) দফা (ঘ) এ উল্লিখিত কর্মকর্তাদের সার্ভিস ক্যাডারে চাকরির পারস্পরিক জৈষ্ঠতা বিলুপ্ত বোর্ডের পারস্পরিক জৈষ্ঠতা অনুযায়ী হইবে, তবে উক্ত সার্ভিসের সদস্যদের সহিত অন্য ক্যাডারের সদস্যদের আন্তঃক্যাডার জৈষ্ঠতা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং সেইক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(৩) উক্ত আইন রহিত হওয়া সত্বেও, উহার অধীন প্রণীত কোন বিধি বা প্রবিধানমালা, জারিকৃত কোন প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, উপদেশ বা সুপারিশ, প্রণীত সকল স্কীম বা পরিকল্পনা, আরোপিত সকল লেভী, রেইট, টোল, চার্জ বা জরিমানা, অনুমোদিত সকল বাজেট এবং কৃত সকল কাজকর্ম, এই আইনের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে, এই আইনের অধীন প্রণীত, জারীকৃত, প্রদত্ত, আরোপিত, অনুমোদিত এবং কৃত বলিয়া গণ্য হইবে এবং মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

উদ্দেশ্য ও কারণসংবলিত বিবৃতি

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী